দৈনিক সংবাদ

064 তারিখ ... 06 NOV 1988 ... পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

(22)

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

চট্টগ্রাম বিআইটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করুন

সরকার অবস্থান এবং গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে ঢাকা মহানগরীর ন্যায় বন্দরনগরী চট্টগ্রামেরও সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তর, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতকে আধুনিকীকরণ, সিএমসি'র ব্যাপক সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নসহ বহু উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। কিন্তু চট্টলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়নে তেমন কিছু করা হচ্ছে না। অথচ কারিগরি শিক্ষা ছাড়া দেশের উন্নয়নের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা যে আদৌ সম্ভব নয় সরকার তা নিজেই স্বীকার করেছেন।

তাই চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের (বিআইটি) ব্যাপক সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ, নতুন বিভাগ খোলা, প্রত্যেক বিভাগে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে উক্ত বিআইটিকে পূর্ণাঙ্গ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করে কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ব্যবস্থা করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্যামল কর্মকার
১ম বর্ষ, যন্ত্র কৌশল বিভাগ,
বিআইটি
(সাবেক চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়) চট্টগ্রাম।

কলেজ খুলে দেয়ার আবেদন

মুক্তাগাছা শহীদ স্মৃতি সরকারী কলেজ প্রায় দু' মাস যাবৎ দু' দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষের জের হিসেবে বন্ধ। এমনিতেই সেশন জট ছাত্রছাত্রীদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি খেয়াল রেখে অবিলম্বে কলেজ খুলে দিন।

নন্দ কিশোর
সম্পাদক বন্ধুরা সংঘ
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

রাজবাড়ী সরকারী স্কুলে শিক্ষক চাই

রাজবাড়ী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে পড়াশুনা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এনাম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী চব্বিশ জন শিক্ষকের স্থলে মাত্র ১৩ জন শিক্ষক রয়েছেন। দীর্ঘদিন যাবৎ কোন প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নেই।

এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, অবিলম্বে প্রয়োজনীয় শিক্ষক প্রদান করে স্কুলটিতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক।

সৈয়দ সিদ্দিকুর রহমান
সহকারী শিক্ষক,
রাজবাড়ী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়,
রাজবাড়ী

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

মেডিক্যাল কলেজসমূহের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রসঙ্গে

গত ২৭/১০/৮৮ তারিখে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের 'নাহিদের' বক্তব্যের সাথে আমিও একমত। দেশের ৮টি মেডিক্যাল কলেজে একই সময়সীমায় এবং একই তারিখে ছাত্রভর্তি ও ক্লাস শুরু করা হয়। সংগত কারণে বিভিন্ন প্রফেশনাল পরীক্ষাসমূহ একই সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তথাপি মেডিক্যাল কলেজগুলোর বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্থিতিশীলতার দরুন সবকটি মেডিক্যালের পরীক্ষা একই সময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রশ্ন শুধু একটাই—ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ৬টি মেডিক্যাল কলেজের 'মে' টার্মের পরীক্ষা মে মাসের ৩০ তারিখের মধ্যেই হতে হবে নতুবা ঐ টার্মের পরীক্ষা ৪ মাস পিছিয়ে সেপ্টেম্বর টার্মে চলে যায়, কোন যুক্তিতেই উপরোল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মে টার্মের পরীক্ষা জুন মাসে কিংবা সেপ্টেম্বরের টার্মের পরীক্ষা অক্টোবরে নেয়ার জন্যে রাজী হন না, এই যেমন গত ২৭শে আগষ্ট '৮৮ মারামারিতে সিলেট মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ হলো; ১৫ই সেপ্টেম্বর কলেজ খুলে ২৫শে সেপ্টেম্বর পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হলো; দেশে তখন ভয়াবহ বন্যা। আমরা শত অনুনয় করেছি পরীক্ষা অন্ততঃ ২০ দিন পিছিয়ে অক্টোবরে নেয়া হোক। কর্তৃপক্ষের অনমনীয় সিদ্ধান্তের কারণে ৪ মাস পিছিয়ে পরীক্ষা জানুয়ারীতে চলে গেলো। ফলে এই ৪টা মাস বাড়ীতে বসে মা-বাবার চক্ষুশূল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। অথচ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ দু'টি মেডিক্যাল কলেজে মে টার্মের পরীক্ষা হয় নভেম্বরে। যেখানে বন্যার মত বাস্তব যুক্তি প্রদর্শন করেও আমাদের পরীক্ষা মাত্র ২০ দিন পেছানো সম্ভব হয়নি সে স্থলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মে'র পরীক্ষা নভেম্বরে কিভাবে হয় তা আমাদের বোধগম্য নয়। একথা অপ্রিয় সত্য যে, এই অসম পরীক্ষা পদ্ধতি আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে সমস্যার সৃষ্টি করিবে, কোন কর্তৃপক্ষের প্রতি আমরা বিরূপ মনোভাব পোষণ করি না শুধু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ, "দেশের সব ক'টা মেডিক্যাল কলেজের জন্যে সুসম এবং সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা নীতি" প্রণয়ন করুন যাতে বর্তমান বৈষম্যের হতাশা আমাদেরকে আর ভুক্তভোগী না করতে পারে, আশা করি সদাশয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

নারায়ন দাশ কমল
২০৭, জিয়া ছাত্রাবাস,
সিলেট এম, এ, জি ওসমানী
মেডিক্যাল কলেজ।